মমতাজুর রহমান

তরফদার

রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

মমতাজুর রহমান

তরফদার

রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সূচি

ভূমিকা ০৭

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক □ ১৫

মধ্য যুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন □ ৩৯৭

পুস্তক আলোচনা □ ৪৪৩

মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক □ ৪৪৫

বাংলা দেশের ইতিহাস □ ৪৪৮

ভূমিকা

মমতাজুর রহমান তরফদার রচনা সমগ্র (প্রথম খণ্ড) একটি সংকলন গ্রন্থ। খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ, প্রথিতযশা পণ্ডিত, বিশিষ্ট গবেষক, দার্শনিক ও সমাজচিন্তাবিদ এবং অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, মুক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার ধারক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মমতাজুর রহমান তরফদারের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি বিষয়ের গবেষণালব্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাসমূহের সংকলন। সংকলিত এই প্রবন্ধগুলো কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। *মমতাজুর রহমান তরফদার রচনা সমগ্র* (১ম খণ্ড) মূলত *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* এবং মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন গ্রন্থদ্বয়ের সংকলন। *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮১ সনের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্যাপক হারে পাঠক চাহিদার ফলে ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি এটির পুর্নমুদ্রণ করে। গ্রন্থটিতে প্রবন্ধকার ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৮ সালে মধ্যে রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও বক্তৃতাসমূহ স্থান পেয়েছে। ইতিহাস শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং পরবর্তী প্রজন্মের ইতিহাস অনুরাগী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ইতিহাস বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা ইতিহাস চর্চা ও রচনার মূল উদ্দেশ্য। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাইসহ ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়ে অতীতের নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করা যার মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস রচিত হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মমতাজুর রহমান তরফদার বাঙালির বস্তুগত সংস্থার অনুধাবনের জন্য সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, চিত্রকলা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতিসত্ত্বার স্থান নির্ধারণ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের শেকড় অনুসন্ধান করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সূচিত সামাজিক পরিবর্তন তিনি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব।

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা তিনি তুলে ধরেছেন। সেগুলোর সমাধান একান্ত আবশ্যক বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে ইতিহাসের কাল-বিভাজন, গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, ইতিহাসে ঘটনার ভূমিকা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ইতিহাসের নাটকীয় যোগসূত্র ও জটিলতা নিরূপণ, ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসহ ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে বহুমূখী মতামতসমূহ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে আনুপাতিকহারে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধ সমূহের প্রথম আটটিতে এ সমস্যা গুলো সম্পর্কে সীমিত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটিতে সাতটি মূল অধ্যায় বিষয় ভিত্তিক শিরোনামসহ বিন্যাস করা হয়েছে। মূল অধ্যায়গুলোর প্রতিটিতে রয়েছে চার বা ততোধিক প্রবন্ধ।

প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম শ্রেণিগঠন ও সমাজ বিবর্তন। এর অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা মোট পাঁচটি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গ, বাংলাভাষী লোকগোষ্ঠীর পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উৎস, গঙ্গাঋদি থেকে বাংলাদেশ, বাংলার বর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাঙালি মুসলমান: ইসলামে দীক্ষাদানের সমস্যাসহ শ্রেণিগঠন ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন এ অধ্যায়ের আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি বাণিজ্য ও সমাজ সম্পর্কিত। প্রবন্ধের সংখ্যা চার। প্রবন্ধগুলোর মূল উপজীব্য বিষয় বাণিজ্য। প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজ, বাংলার ইতিহাসের সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনাসমূহ। বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ বিভাগ সমস্যা এবং তোমে পিরেসের বিবরণে বাংলাদেশ সম্পর্কিত মূল্যবান ও তথ্যবহুল আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি দেবদেবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কিত। এখানে মোট চারটি প্রবন্ধ রয়েছে। নবচর্যাগীতি ও বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়, মনসার বিবর্তন, মঙ্গলচণ্ডী ও বাঘের দেবতা সোনা রায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টিতে শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ রয়েছে। পাল যুগের চিত্রশিল্প, বাংলায় ইরানি রীতির চিত্রকলার উদ্ভব, প্রাক-মোগল বাংলার স্থাপত্যের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, পনেরো-ষোলো শতকের বাংলার মন্দির-স্থাপত্য এবং ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা এখানে রয়েছে। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের অনুসন্ধিৎসু গবেষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং স্থাপত্যের ইতিহাস অনুরাগী পাঠকদের জন্য তথ্য সমৃদ্ধ এ অধ্যায়টি অত্যন্ত মূল্যবান।

পঞ্চম অধ্যায়টি ইতিহাসের তত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক। অপেক্ষাকৃত বড় এ অধ্যায়টিতে নয়টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধগুলোর উপজীব্য বিষয় ইতিহাস সম্পর্কিত নানাবিধ আলোচনা, বক্তব্য এবং ইতিহাসবিদদের ভিন্ন মতামত। এ অধ্যায়টির বিশেষত্ব ইতিহাসবিদদের ভিন্ন মতামতসমূহকে সমালোচনাপূর্বক যুক্তিতর্কের আলোকে প্রবন্ধকারের তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা। প্রবন্ধকারের গভীর ও অর্ন্তদৃষ্টিমূলক সুদৃঢ় চিন্তার

বর্হিপ্রকাশ এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ইতিহাস বিশ্লেষণে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গ, ইতিহাস লেখার সমস্যা, ইন্দো-মুসলিম ইতিহাস শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য, সমন্বিত ভারতীয় সংস্কৃতি, জৌনপুরের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গুজরাটের অর্থনৈতিক ইতিহাস: পদ্ধতি ও সমস্যা, ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক মনোগ্রাফ, মুসলিম বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তব্য এবং প্যারিসে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা সভা (অনুষ্ঠিত ২৭ মে - ৩০ মে ১৯৮৬) এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রবন্ধসমূহে ইতিহাসের উৎস সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্ন উপাদান সম্পর্কিত এ অধ্যায়ে একডালা দুর্গ, বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব, কুলজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা, মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের মুদ্রাঙ্কনে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যভিত্তিক চারটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ের ইতিহাস গবেষক, শিক্ষক ও কৌতুহলী পাঠকদের জন্য রয়েছে বহু অজানা তথ্য। মুদ্রাতত্ত্বের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় এখানে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়টির শিরোনাম ঐতিহাসিকদের বৃত্ত। এখানে মোট চারটি প্রবন্ধ রয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধসমূহের তুলনায় এগুলো কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে খ্যাতিমান ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের রচিত তিনটি গ্রন্থের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধকার এখানে ঐতিহাসিকদের সনাতন ধ্যান ধারণা ভেঙ্গে পরিবর্তনশীল চিন্তা ধারায় এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি স্যার যদুনাথ সরকারের প্রাক-মুগল যুগ সম্পর্কিত ধারণার বিরোধিতা করে প্রাক-মুগল যুগকে উৎকর্ষের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তি তর্কের আলোকে তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের দর্শন ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এখানে রয়েছে। ইতিহাসের প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তে প্রবন্ধকার এখানে যুক্তি তর্কের আলোকে প্রদত্ত নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক বৃত্তের বাহিরে এসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মনমানসিকতার পরিচয়কে ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, মুক্তবুদ্ধি চিন্তাসম্পন্ন, অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর রচনাবলীসমূহের দীর্ঘ তালিকা এ অধ্যায়টিতে প্রবন্ধকার তুলে ধরেছেন। উর্দু, আরবী ও ফার্সি ভাষায় জ্ঞান সম্পন্ন এবং গবেষণার প্রয়োজনে জার্মান ও রুশ ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন ইতিহাসবিদ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর সৃজনশীল গবেষণায়, অনুবাদ কার্যে এবং মৌলিকগ্রন্থ প্রণয়নে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি এনেছেন। বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান তাঁর মনমানসিকতায় যেমন প্রসারণ ঘটিয়েছে তেমনি এগুলো তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচায়ক। তাঁর লিখিত প্রবন্ধসমূহে ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃ

তি সম্পর্কে সুদৃঢ় চিন্তার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। একজন ইতিহাসবিদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যা অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রবন্ধকার এখানে অধ্যাপক হবিবুল্লাহর জীবনবৃত্তান্তসহ তাঁর রচিত চৌষট্টিটি ইংরেজি, বত্রিশটি বাংলা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত দশটি মৌলিক গ্রন্থের তালিকা এখানে প্রণয়ন করেছেন। যা ইতিহাস প্রেমি ও ইতিহাস তথ্যসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য অনবদ্য উপহার।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম প্রবন্ধটি শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদারের "হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্য কর্ম" শীর্ষক গ্রন্থের সমালোচনা। (গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল জুন, ১৯৯২, পৃ. ৪৩০) এখানে প্রবন্ধকার বহুধাবিস্তীর্ণ প্রতিভার অধিকারী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের যে বিশ্লেষণ ও গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন তা প্রবন্ধকারের প্রশংসা অর্জন করেছে।

মুহাম্মদ এনামুল হক শিরোনামের প্রবন্ধটি এনামুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ১৬.০২.১৯৮৩ মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে রচিত (ভাষাপত্র: মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক সংখ্যা; আহমদ কবীর সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৩)। প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকার ডক্টর এনামুল হকের শ্রমনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর গবেষণা ভবিষ্যত প্রজন্মের গবেষক ও পণ্ডিতদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ডক্টর এনামুল হককে তাঁর রচনাসমূহের জন্য স্মরণীয় এবং পণ্ডিতদের জন্য বিশিষ্ট দিশারী ও নিষ্ঠাবান পথিকৃৎ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন নামক গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৯২ সালে অগাস্ট মাসে প্রবন্ধকার প্রদত্ত নবম সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতামালার অর্ন্তভুক্ত। এখানে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কতকগুলো প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থসামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। চরখা ও ধুননযন্ত্র, রেশম তৈরির প্রক্রিয়া, বস্ত্র উৎপাদনসহ বয়ন শিল্পের প্রসার ও শিল্পী কারিগরদের শ্রেণিগত বিবর্তন, চিনি, লবন ও পানীয় তৈরির প্রযুক্তি, কারিগরদের নৈপুন্য ও সমাজ বিবর্তন, বাণিজ্যিক প্রযুক্তি, মুদ্রা ব্যবস্থা, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ তৈরি, স্থাপত্য প্রযুক্তি, হুন্ডি ও দাদনি প্রথা, কৃষি-প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন, আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও প্রযুক্তির চারিত্র্য-আঠারো শতকের শিল্পের অবক্ষয় ও কারিগর শ্রেণির দুর্দশা, বাংলায় শিল্পবিপ্লব ও পুঁজি গঠনের সমস্যা সম্পর্কে বিশদ ও তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে।

প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদনের ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে এবং তার চিন্তা-চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও গতিশীলতার সঞ্চার করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের পর্যায়ের উপর প্রযুক্তির প্রয়োগের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভরশীল। বাংলার অর্থনীতিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ অর্থাৎ সমাজ

ও অর্থনীতির সঙ্গে প্রযুক্তির প্রয়োগে যথোপযোগিতা ও এর ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে এখানে আলোচিত হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং প্রয়োগজনিত কারণে উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে। উন্নত নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে উন্নত মনমানসিকতার খাপ খাওয়ানোর গ্রহণধর্মী বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণমূলক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস চর্চা ও রচনায় মুক্তচিন্তা থাকা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা অতীব প্রয়োজন। সনাতন ও গতানুগতিকতা পরিহার করে ইতিহাস রচনা করলে তা সমাজের অসঙ্গতি ও পরিবর্তনে ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে সক্ষম। ইতিহাস রচনায় ধারাবাহিকতা একান্ত প্রয়োজন। মধ্যযুগের উন্নত চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার প্রস্তুতি পর্বই মূলত আধুনিক যুগের উন্নয়নের মূল সুর। সুতরাং ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে মধ্যযুগকে কোনো অবস্থাতেই অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। মধ্যযুগের চিন্তাই আধুনিক যুগের উন্নত প্রযুক্তির তৈরিতে ভূমিকা প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

মমতাজুর রহমান তরফদারের উন্নত প্রগতিশীল চিন্তার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাসমূহে। তিনি ইতিহাস গবেষণায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। মুক্ত ও প্রগতিশীল পদ্ধতিতে তিনি ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। ইতিহাসের কাল বিভক্তির পরিবর্তে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ইতিহাস বিশ্লেষণের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন। ইতিহাসের ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাকারী, অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যায়নকারী এ ইতিহাসবিদের ইতিহাস তত্ত্ব ও তথ্য সন্ধানে মৌলিকতার চাপ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সন তারিখের নিরিখে নয় বাঙালিকে তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমিতে নিয়ে জাতীয়তাবাদের উৎসের শেকড় অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েছেন। অতীতের অভিজ্ঞার আলোকে ভবিষ্যতকে অধিক গতিশীল ও বেগবান এবং আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য, সমাজ ধর্মসহ ইতিহাসভিত্তিক নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাস চর্চার নানামূখী সমস্যা নিয়ে তাঁর গবেষণা প্রবন্ধসমূহ রচিত। স্বচ্ছদৃষ্টি ও সত্যের আলোকে সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতির বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করেছেন।

ড. মমতাজুর রহমান তরফদার ছিলেন ইতিহাস রচনায় প্রকৃত এবং আধুনিক পদ্ধতির প্রবক্তা। তিনি সনাতন বৃত্তের বাইরে এসে প্রগতিশীল পন্থায় ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহ যথার্থই এ ইতিহাসবিদের গভীর অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক।

মমতাজুর রহমান তরফদার রচনা সমগ্র (১ম খণ্ড) সংকলন গ্রন্থটি অনেক অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে রচিত অনবদ্য এক জ্ঞানভান্ডার। এ গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধ ইতিহাসের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং ইতিহাস অনুরাগী পাঠকদের কাছে

তথ্য সমৃদ্ধ এবং উপভোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। ড. মমতাজুর রহমান তরফদারের *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাস্টার্স পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের এম.ফিল গবেষকদের জন্যও এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান ও তথ্য সমৃদ্ধ। খ্যাতিমান এ গবেষকের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 'মমতাজুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। *মমতাজুর রহমান রচনা সমগ্র* (১ম খণ্ড) গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে আমাকে তাঁর পরিবার সম্মানিত করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে এ পরিবারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন গ্রন্থিক প্রকাশন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের। ইতিপূর্বে *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* এবং *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন* গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ করার জন্য। বর্তমান গ্রন্থটিতে বানানে ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণের ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসের মূল্যবান ও তথ্য সমৃদ্ধ মমতাজুর রহমান তরফদারের *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* এবং *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন* গ্রন্থ দু'টি দীর্ঘদিন পুর্নমুদ্রণ না হওয়ায় ইতিহাস অনুরাগী পাঠক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষকদের ব্যাপক চাহিদার কারণে বর্তমান সংকলন গ্রন্থ *মমতাজুর রহমান তরফদার রচনা সমগ্র* (১ম খণ্ড) প্রকাশ করা হলো।

পরিশেষে আমার শিক্ষক প্রয়াত ড. মমতাজুর রহমান তরফদারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ড. নুসরাত ফাতেমা

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মমতাজুর রহমান

তরফদার

রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক